রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স, ই-১৩/ডি, আগারগাঁও

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হলো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ

ঈশ্বরদী, পাবনা | ১৭ নভেম্বর ২০২৬: দীর্ঘ প্রতীক্ষা, ধারাবাহিক কারিগরি কার্যক্রম এবং বিভিন্ন ধাপের জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রূপপুর থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩:১৬ টায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ফকির মাহবুব আনাম, এমপি-এর উপস্থিতিতে প্রথম ইউনিট থেকে প্রথম বারের মতো ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু হয়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জাতীয় গ্রিডে সংযোগ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রাথমিক পরীক্ষামূলক সংযোগের আওতায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রায় ০৮-১০ ঘণ্টা জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হবে। এ সময়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের টারবাইন, জেনারেটর এবং গ্রিডের সঙ্গে সমন্বিত পরিচালন ব্যবস্থার কার্যকারিতা, স্থিতিশীলতা পর্যবেক্ষণসহ গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। পরবর্তীতে, বিভিন্ন কারিগরি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে জাতীয় গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। এরপর প্রায় ২৮ ঘন্টা বিরতির পর পুনরায় ০৪-০৬ ঘণ্টার জন্য গ্রিডে সংযুক্ত করে বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় কারিগরি ও পরিচালনসংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।

পরীক্ষার প্রতিটি ধাপে বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিভিন্ন সিস্টেমের কার্যকারিতা, টারবাইন ও জেনারেটরের পারফরম্যান্স এবং জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সমন্বয় নিবিড়ভাবে যাচাই করা হবে। কারিগরি সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক এবং এ পর্যায়ের নির্ধারিত সকল কাজ সম্পন্ন হলে, পরবর্তী পরীক্ষামূলক পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (BAERA) অনুমোদন প্রয়োজন হবে। বায়েরার অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পুনরায় পরীক্ষা-মূলকভাবে (Trial Operation) জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরবর্তী কার্যক্রমে এগিয়ে নেওয়া হবে। রাশান ঠিকাদারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী ১০ মাসের Trial Operation সম্পন্ন হলে স্থায়ীভাবে পূর্ণ ক্ষমতায় প্রথম ইউনিট থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

উল্লেখ্য, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি ইউনিটের প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ১২০০ মেগাওয়াট। সর্বমোট ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরীক্ষামূলক গ্রিড সংযোগ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অগ্রযাত্রায় একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে পারমাণবিক প্রযুক্তিনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

বার্তা প্রেরক,

সৈকত আহমেদ

ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক তথ্য কর্মকর্তা